যায়। তাই সুনির্দিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Formal Social Control) আবশ্যিক। এই নিয়ন্ত্রণের আঙিনায় আছে বিধিবদ্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আইন, সামরিক শক্তি, পুলিশ-শক্তি প্রভৃতি। এ ছাড়াও সমাজস্থ রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ প্রভৃতি মানবিক উপাদান দিয়ে বিধিবদ্ধভাবে সমাজের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

(ii) **অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ** (Informal Social Control): অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পন্থা-পদ্ধতি সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট হয় না। এর পেছনে থাকে স্বাভাবিকতা, থাকে স্বতঃস্ফূর্ততা, কালের যাত্রাপথে এগুলো প্রযুক্ত ও অনুসৃত হতে হতে সমাজ জীবনের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল লোকাচার, লোকগীতি, প্রথা, নীতিবোধ, জনমত প্রভৃতি। অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal Social Control) বাধ্যতামূলক নয়, এখানে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ মান্য করতে পারে, আবার অবজ্ঞাও করতে পারে, বিরুদ্ধাচরণও করতে পারে। এতৎ সত্ত্বেও এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী। যেহেতু কোনোরকম বিধিব্যবস্থা ছাড়া, আলাদা কোনো উদ্যোগ-আয়োজন ছাড়া, কোনোরকম বলপ্রয়োগ ছাড়া, স্বাভাবিক ধারায় অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রে দুঃখ সরিয়ে মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করে মানব বন্ধনকে দৃঢ় করে থাকে।

প্রশ্ন 4 **সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো বা উপায়গুলোকে (Agencies of Social Control) যে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে সেই দুটো শ্রেণি কী কী? অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal Social Control)–এর বিবরণ দাও।** 1+9

উত্তর

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমসমূহ

নানাবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশ, কাল, সমাজভেদে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির তারতম্য ঘটতে পারে। যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়মভিত্তিক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মনোবিদ E A Ross তাঁর social control নামক গ্রন্থে social control-এর বিবিধ মাধ্যম ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই সকল পদ্ধতিগুলোকে যে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে, সেই দুটো হল—[1] অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal social control), [2] বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Formal Social Control)।

অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমাজ ব্যবস্থার গহবরেই থাকে অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal social control)-এর পন্থা পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদদ্বয়—Vidyabhushan and Sachdeva বলেছেন, "The informal means of social control grow themselves in society. No special agency is required to create them."

তবে Informal social control কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত না হলেও সামাজিক নিন্দা, সামাজিক সমালোচনা প্রভৃতির ভয়ে ভীত হয়ে সমাজের মানুষ অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনুগামী হয়ে থাকে।

অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal Social Control)-এর অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—[1] Ideologies (বিবিধ আদর্শ), [2] Belief (বিশ্বাস), [3] social Suggestion (সামাজিক অভিভাবন), [4] Customs (প্রথা), [5] Folkways (লোকাচার), [6] Mores (লোকনীতি), [7] Religion (ধর্ম), [8] Art and Literature (শিল্প ও সাহিত্য), [9] Public Opinion (জনমত)।

Scanned with CamScanner

[1] বিবিধ আদর্শ (Ideologies): প্রতিটি মতবাদে আছে আদর্শকেন্দ্রিক উপস্থাপন। আর আদর্শের ভিত্তিতেই সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়। আদর্শের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজকল্যাণের প্রতিশ্রুতি। আদর্শ সমাজের ব্যক্তিবর্গকে মূল্যবোধ দান করে, ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ যথার্থপথে পরিচালিত হওয়ার পথনির্দেশ পেয়ে থাকে। যেমন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির 'গান্ধিবাদ', সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে পথ দেখায়।

সুতরাং, সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মতাদর্শগুলো (Ideologies) কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। তবে কোনো মতাদর্শের সাফল্য নির্ভর করে, সেই মতাদর্শের সঙ্গে জনগণের চিন্তাভাবনার সামঞ্জস্যতা, সমালোচনাকে সহ্য করার ক্ষমতা, প্রভৃতির ওপর।

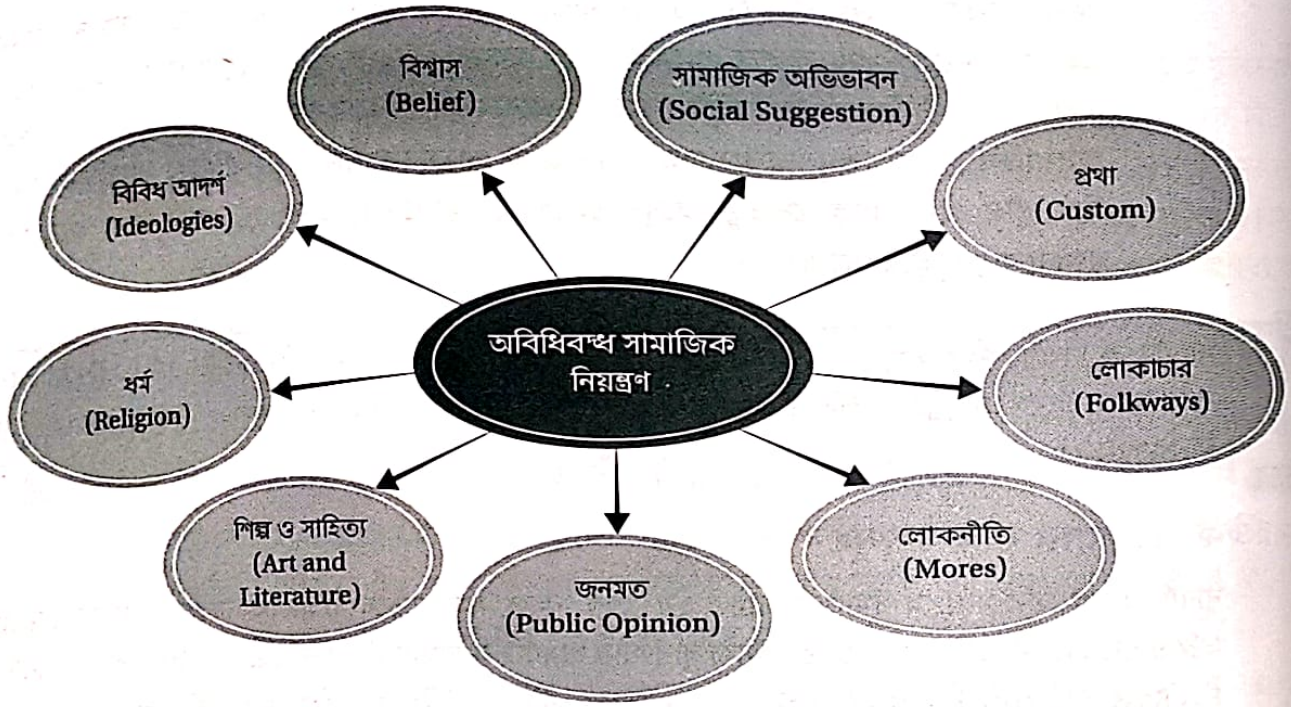

[2] বিশ্বাস (Belief): কোনো বিষয়ের সত্যতাকে স্থির প্রত্যয়ের ওপর উপস্থাপন করাকে বিশ্বাস বলা হয়। মানবজীবনে বিশ্বাস বিভিন্নভাবে জাল বিস্তার করে, যেমন—স্বর্গ-নরক অস্তিত্বে বিশ্বাস, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল মতবাদে বিশ্বাস, আত্মার অবিনশ্বর মতবাদে বিশ্বাস, ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব বিষয়ে বিশ্বাস প্রভৃতি।

এই সকল বিশ্বাস, সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করে, অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন যারা স্বর্গ-নরক অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা ভাবে ষড়রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ে ইহজনমে অসৎ কাজকর্মে মজে গেলে, মরণের উত্তরপর্বে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে নরকে যেতে হবে। নরকের অমানবিক দমন-পীড়ন ভোগ করতে হবে। নরকশূলে চড়তে হবে অর্থাৎ নরকের বিভীষিকাময় কারাগারে পতিত হতে হবে। এই বিশ্বাসের তাড়নায় অনেকে ইহজনমে অসৎকর্ম হতে বিরত থাকতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

আবার অনেকে জন্ম জন্মান্তরের কর্মফলে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে, মানুষ জন্মজন্মান্তর কৃতকর্মের ফল ভোগ করে থাকে, তাই কর্মফল অনুযায়ী কেউ পর্ণকুটিরের অধিবাসী হয়ে অন্নবস্ত্রের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়, আবার কেউ রাজপ্রাসাদের অধিবাসী হয়ে রাজমুখে মত্ত হয়ে পার্থিব সুখ ভোগ করে।

Scanned with CamScanner

এইরূপ বহু ধরনের বিশ্বাস সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে এ সকল বিশ্বাসকেন্দ্রিক আলোচনা যতদূর গড়াক না কেন, সমাজনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাসের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

[3] **সামাজিক অভিভাবন (Social suggestion):** সামাজিক অভিভাবন হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। ভাবনাচিন্তার এই পরোক্ষ সঞ্চালন, উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হল সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক ধ্যানধারণার সঞ্চার করা এবং সঞ্চারিত ধ্যানধারণার সঞ্চালন ঘটানো। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে অনুকরণীয় মানুষের ধ্যানধারণা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ জীবনাদর্শের প্রভাব পড়ে থাকে। এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তিমানুষ অনুপ্রাণিত হয়। ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির সঞ্চার ঘটাতে অনুকরণীয় প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের মর্মরমূর্তি স্থাপন করা হয়, স্মৃতিসৌধের পাদতলে সময়ের হয়ে তাঁদের স্মৃতির পাতাগুলোতে রাখা বাণী, আদর্শ তুলে ধরা হয়। যেমন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, যুগাচার্য ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবের ধ্যানধারণা জনগণের আঙিনায় তুলে ধরা। সামাজিক বিবিধ জনকল্যাণমূলক ধ্যান-ধারণার সঞ্চার করে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, পুস্তক।

[4] **প্রথা (Customs):** প্রথা হল সমাজকর্তৃক স্বীকৃত মানুষের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রীতি বা লোকাচার। R M MacIver and C H Page-এর মতে প্রথা হল জটিল রীতিনীতির সমষ্টি বা আচরণবিধি। ওই দুই সমাজতত্ত্ববিদ-এর মতে প্রথা হল "…. an intricate complex of usages or modes of behaviour."

প্রথা হল দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রচলিত লোকনীতি বা লোকাচার। এটি পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথা। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যযুক্ত সামাজিক প্রথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রথা মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থ-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সামাজিক সংহতি সংরক্ষণ করে। তাই সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে ঐতিহ্যযুক্ত প্রথাকে ব্যক্তিমানুষকে মেনে চলতে হয়। প্রথা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিমানুষকে সামাজিক রোষে পড়তে হয়।

সীমাবদ্ধতা: অতীতের জীবন ছিল সহজসরল অনাড়ম্বরপূর্ণ। স্বভাবতই সেই সাবেক আমলের সমাজজীবনে প্রথাই ছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার। কালের যাত্রাপথে সেই অতীত পেরিয়ে বর্তমানের জটিল আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে আমরা প্রবেশ করেছি। তাই আজ সেই চিরাচরিত প্রথা, সমস্যা জর্জরিত বর্তমান মানবজীবনের সর্ববিধ সমস্যা সমাধানে অপারগ। তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে প্রথার গুরুত্ব বর্তমানে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

[5] **লোকাচার (Folkways):** সমাজবিজ্ঞানী R M MacIver and C H Page-এর মতে লোকাচার হল সমাজের অনুমোদিত ও স্বীকৃত আচরণ। সমাজবিদ Pascual Gisbert-এর মতে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে লোকাচারের উদ্ভব হয় যা জনগণকর্তৃক স্বীকৃত। সমাজজীবনের বিবিধ রীতি—পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা, চালচলন প্রভৃতির মাধ্যমে ঘটে লোকাচারের (Folkways) অভিব্যক্তি। যেহেতু লোকাচার মানুষ অভ্যাসবশত করে থাকে, সেহেতু মানুষ তা অচেতনভাবেই মেনে চলে।

[6] **লোকনীতি (Mores):** সমাজবিজ্ঞানী W G Sumner-এর মতে লোকাচার (Folkways)-এর সঙ্গে সমাজকল্যাণের আদর্শ বা ন্যায়-অন্যায়ের মান যুক্ত হলে তা লোকনীতিতে (Mores) পরিণত হয়। R M MacIver and C H Page-এর মতে সামাজিক আচরণের নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক হল লোকনীতি (Mores)। সুতরাং, যে সমস্ত লোকাচার (Folkways) গোষ্ঠীজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ, অপরিহার্য সেগুলো লোকনীতি

Scanned with CamScanner

(Mores) রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। পোশাক পরার ধরন লোকাচারের বিষয়, কিন্তু পোশাক পরা হল লোকনীতি, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত নৈতিক মূল্যমান তথা মৌলিক প্রয়োজন। তাই মানবজীবনের সকল পর্যায়ে আমৃত্যু লোকনীতির (Mores) অনুশাসন বলতে গেলে সমাজের লৌকিক আইন বা আদর্শভিত্তিক লৌকিক বিধান ক্রিয়া করে। শাস্তির ভয়, অনৌচিত্যর বোধ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে লোকনীতি (Mores) পালনে অনুপ্রাণিত করে।

[7] **ধর্ম (Religion):** সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে ধর্ম (Religion) সকল যুগে কাজ করে চলেছে। ধর্মই ব্যক্তিমানুষের আচার-আচরণকে সংযত করে, নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নত করে অস্থির মনে স্থিতি আনে, অন্তর প্রকৃতির বিকাশ ঘটায়। ধর্ম সৃষ্ট নৈতিক অনুশাসন, সামাজিক বিধিবিধান সমাজজীবনের বৃহত্তর আঙিনায় নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

আদিমযুগে সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে যেমন, জন্মমৃত্যু, শিক্ষাদীক্ষা, বিবাহ, বহমান জীবনে বিবিধ অনুষ্ঠান, জীবিকার্জনের কার্যকলাপ প্রভৃতিতে সামাজিক নিয়ামক হিসেবে ধর্মের ভূমিকা ছিল শক্তিশালী এবং কার্যকরী। সেই সুদূর অতীতে সর্বাপেক্ষা সংকটময় অধ্যায়ে ধর্মই বর্বরসুলভ নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিত। তাই শিক্ষাবিদ R G Gettell-এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "In the earliest and most difficult periods of political development, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience."

ধর্মের মাধ্যমে স্থাপিত হয় সামাজিক সংহতি, শৃঙ্খলা, ঐক্য। অনেক সময় ধর্মই বিপর্যয়ের আশঙ্কা হতে সমাজকে মুক্তি দেয়। শিক্ষাবিদ Wilson বলেছেন, "Religion was the seal and sign of common blood, the expression of its oneness, its sanctity, its obligations."

সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে ধর্ম। ধর্মই অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানবমনে এক প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে। অতিপ্রাকৃত শক্তি মানবমনে রেখাপাত করে, ভক্তি শ্রদ্ধার সঞ্চার করে, মানবমন মার্জিত করে, আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা আনয়ন করে, জগৎকর্ম হতে ব্যক্তিমানুষকে বিরত করে, ন্যায়-নিষ্ঠ, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে সাহায্য করে। তাই একবিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে আজও মানুষ জন্মমৃত্যু, বিবাহ-সহ জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় সত্তার স্তুতির জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়ে থাকে।

তবে এ কথা সত্য যে, প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের মতো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) হাতিয়ার হিসেবে মানুষ ধর্মের হাত ধরে অতটা এগোয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অবদানে, মানুষের বৌদ্ধিক-সহ অন্যান্য বিকাশের উত্তরণে ধর্মের প্রভাবে ভাটা পড়লেও তা গতিহারা হয়নি।

[8] **শিল্প ও সাহিত্য (Art and Literature):** শিল্প ও সাহিত্য (Art and Literature) ব্যক্তিমানুষের মনোজগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (Social control) হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিল্প: সংকীর্ণ এবং সাধারণ অর্থে শিল্পের অঙ্গে আছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি। কোনো জাতির কোনো একটি পর্বের শিল্পকলার সঙ্গে জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সে কারণে সেই পর্বের শিল্পকলা বিশ্লেষণ করলে সেই জাতির সমকালীন সভ্যতার মান নির্ধারণ করা যায়। বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিল্প অঙ্গের চিত্রকলা মানব মনে স্নেহ-ভালোবাসা, অনুকম্পা বা ঘৃণা সৃষ্টি করে। আবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মর্মরমূর্তি মানব মনে তুলে ধরে, তাঁর অহিংসা মন্ত্রের কথা, সেবার কথা, দেশপ্রেমের কথা, সহজসরল নিঃস্বার্থ জীবনযাপনের কথা। আবার, দিব্যজ্ঞানের মূর্ত

Scanned with CamScanner

প্রতীক, নব জাগরণের পুরোহিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তি মানবমনে তুলে ধরে তাঁর ধর্মের বাণী, ত্যাগের বাণী, মুক্তির বাণী প্রভৃতি। তাই শিল্পকে বলা হয়ে থাকে সভ্যতার ধারক ও বাহক।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সাহিত্যের প্রভাব: সাধারণভাবে সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্যের অঙ্গনে আছে কাব্য, উপন্যাস, কবিতা, নাটক প্রভৃতি। সমাজস্থ ব্যক্তিমানুষ সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সাহিত্য মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি প্রভৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন আসে। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত কালজয়ী শক্তি যুগের বার্তা যুগান্তরে পৌঁছে দেয়, মানুষ সমৃদ্ধ হয়। তবে সাহিত্যের ভালো বা মন্দ উভয় দিকই আছে। সাহিত্যের ভালো দিক উন্নত জীবনাদর্শ গঠনে সহায়তা করে, তেমনই সাহিত্যের মন্দ দিক উন্নত জীবনাদর্শ গঠনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের কথা সমাজস্থ মানুষের মনে সাধারণত সুকুমার বৃত্তিসমূহকে জাগ্রত করে প্রেমপ্রীতি, স্নেহ-মায়া, ক্ষমা, ঘৃণা প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

আবার কিছুকিছু সাহিত্য ব্যক্তিমানুষকে কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দি করে বিকৃত রুচির সৃষ্টি করে।

[9] **জনমত (Public Opinion):** সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (Social Control) ক্ষেত্রে জনমত (Public Opinion) এক শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিমানুষ দ্বারা সম্পাদিত কার্য জনমতদ্বারা সমর্থিত হোক, প্রশংসিত হোক, এটাই কাঙ্ক্ষিত। ভালোকার্য জনগণকর্তৃক স্বীকৃত হয়, সাধুবাদে ভূষিত হয়; আবার অপকর্ম জনগণ কর্তৃক সমালোচিত হয়, অবহেলিত হয়, তিরস্কৃত হয়, হৃদয়-বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জনমতের ভয়ে ভীত হয়ে অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে সাধারণ মানুষ বিরত থাকতে সচেষ্ট হয়। যেমন—ডাইনি সন্দেহে খুন করার প্রতিবাদে জনমত (Public Opinion) গড়তে গণমাধ্যমের (Massmedia) সাহায্য নেওয়া হয়।

এরূপ সমাজের আঙিনায় বহু দুষ্কার্য সংঘটিত হয়, যেগুলো আইনের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সে সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঠেকাতে জনমতের (Public Opinion) নিয়ামক ভূমিকা বহুলাংশে কার্যকরী হয়। তা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনমতের (Public Opinion) নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা বিবিধ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং তা ফলদায়ক হয়।

[10] **সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য উপাদানের ভূমিকা:** বর্ণিত উপাদানসমূহ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে (Social Control) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, আরও কিছু উপাদান আছে, যাদের ভূমিকা সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অবহেলিত নয়। যেমন—(i) প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ তার গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (ii) বিভিন্ন সমাজ তাদের ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন—খ্রিস্টান সমাজ ধর্মযাজকদের দ্বারা, মুসলিম সমাজ মৌলবাদীদের দ্বারা, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। (iii) সকল দেশেই প্রাতঃস্মরণীয় বরণীয় মৃত্যুঞ্জয়ী কিছু মহামানব জন্ম নিয়েছেন, যাদের জীবনী ও বাণী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন—যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণের, ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথা, সমাজসংস্কারক ভারতপথিক রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের সমাজ সংস্কারমূলক কথা, দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির, নেতাজি প্রমুখের কথা, সাহিত্যসংস্কৃতির উপাসক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখের কথা প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner